INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD)
© 2026 IJNRD | Volume 11, Issue 3, March 2026 | ISSN: 2456-4184 | IJNRD.ORG

# সাহিত্য ও ইতিহাসের আলোকে হুগলি জেলার মহামারীর সাতকাহন

**স্বদেশ জানা**
**সহকারী শিক্ষক**
**উদনা কাদেরিয়া হাইমাদ্রাসা (উঃমাঃ)**
**বালিপুর, হুগলী**

**সংক্ষিপ্তসার:**
প্রকৃতির অপরূপ শোভা ও রূপ লাবণ্য মানব জীবনের সুখ সমৃদ্ধির নতুন মাত্রা যোগ করে। ফলে মানুষের জীবন হয়ে ওঠে প্রেমময় ও নিরবিল আনন্দের ঘনঘটা পূর্ণ। কিন্তু মাঝে মাঝে এই সুখ সমৃদ্ধি ও আনন্দময় জীবনে প্রকৃতির করাল গ্রাস মানুষের জীবনকে শ্রাবণের কালো মেঘে আচ্ছন্ন করে। ফলে মানুষের জীবনে অন্ধকারময় অভিশাপ নেমে আসে, মহামারী প্রকৃতির এক দুর্বিসহ অভিশাপ কালের নিয়মে মানুষের জীবনে বারে বারে ফিরে এসেছে মহামারী। গ্রাম বাংলার প্রতিটি প্রান্ত কোন না কোন সময় মহামারির কবলে পড়ে আক্রান্ত। হুগলি জেলাও তার ব্যতিক্রম ছিল না। কখনও বন্যা ,কখনও খরা, কখনও ঝড় হুগলি জেলার মানুষের জীবনকে হাজারো প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করিয়েছে। মহামারী বারে বারে সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলা তথা হুগলি জেলাকে শ্মশানে পরিণত করেছিল তার একাধিক বিবরণ পাওয়া যায় সাহিত্য ও ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ,বর্ধমানের জ্বর ,আশ্বিনের ঝড় প্রভৃতির করাল দাপট মানব জীবনের টানাপোড়েনের একাধিক সাক্ষ্য বহন করেছিল।

**সূচক:**
সাহিত্য, ইতিহাস, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, বর্ধমানের জ্বর, আশ্বিনের ঝড়, জনস্বাস্থ্য, লৌকিক দেবদেবী

১১৭৬ খ্রিস্টাব্দে (১৯৬৯-৭৯ বঙ্গাব্দে )বঙ্গদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। এই দুর্ভিক্ষে বঙ্গদেশ শ্মশানে পরিণত হয় এবং শিয়াল কুকুর রাস্তায় বসে শবদেহ ভক্ষণ করত ।লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশুর মৃতদেহ গঙ্গায় ভরে গিয়েছিল এবং শবদাহ করার লোক ছিল না ।দুর্ভিক্ষে হুগলির অবস্থা সম্বন্ধে মেকলে যা লিখেছেন তা হল -(১) Tender and delicate women whose veils had never been lifted before the public gaze,come forth from their inner -chamber in which Eastern jealousy had kept watch over their beauty,throw themselves before the passerby and with loud wailing implored a handful of rice for their children.The Hooghly rolled down everyday thousand of crops closed to the porticos and garden of the English conquerors.

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন ,১১৭৬ সালে বাংলা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই,ইংরেজ তখন বাংলার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়ালন কিন্তু তখনও বাঙালির প্রাণ ,সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম, বিশ্বাসহন্তা, মনুষ্যকূল কলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাংলা রক্ষা করিবে কি প্রকারে ? মীরজাফর গুলী খায় ও ঘুমায়। ইংরাজ টাকা আদায় করে ও ডেসপ্যাচ লেখে। বাঙালি কাঁদে ও উৎসন্ন যায়। ( আনন্দমঠ ) (২)

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও নবাব রেজা খাঁর অত্যাচারের বিষয়ে একটি কবিতা এই সময় বিশেষ প্রচলিত ছিল /নিম্নে কয়েকটি পংক্তি উল্লেখ করা হল - (৩)

নদ নদী, খাল বিল সব শুকাইল,
অন্নাভাবে লোক সব যমালয়ে গেল ।
দেশের সমস্ত মাল কিনিয়া বাজারে,
দেশ ছারকার গেল রেজা খাঁর ডরে।
এক চেটে ব্যবসায় দাম খরতর,
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হল ভয়ঙ্কর।

স্যার জন শোর (পরবর্তীকালে লর্ড টেইনমাউথ) সেইসময় বঙ্গদেশে ছিলেন ।তিনি অবসর গ্রহণ করে ছিয়াওয়ের মন্বন্তরের বিষয়ে যে কবিতা লিখেছিলেন তা পাঠ করলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। উক্ত কবিতা থেকে কয়েকটি ছত্র উল্লেখ করা হল -

Still fresh in memorys eye the scene I view,
The shrivelled limbs,sunk eyes and life less hue,
Still hear the mother's shricks and infants moans,cries of despair,dead and dying lie ;
Hark to the jackals yell and vultures cry.
The dog's fell howl ,as midst the glare of day .
They riot unmolested on their prey!
Dire scenes of sorrow, which no pen can trace ,
*Non rolling years from memorys page efface·(৪)*

জন শোরের এই কবিতার বাংলা অনুবাদ করেছিলেন হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ - *(৫)*

এখনো মানসনেত্রে সেই দৃশ্য করি নিরীক্ষণ ,
নয়নকোটরগত, শীর্ণ দেহ , শবের বরণ ।
শুনি মাতৃ আর্তনাদ, শিশুর কন্ঠে কাতর ক্রন্দন;
নিরাশের হাহাকার, যাতনায় অস্ফুট রোদন ।
মৃত ও মরণহত একসাথে গড়াগড়ি যায় ,
শিবার অশিবরবে শকুনের চিৎকার মিশায় ।
কুক্কুর ডাকিয়া ফিরে ,দিবা ভাগে খর রবিকরে
স্বচ্ছন্দে ভক্ষন করে মৃত ও মুমূর্ষু স্তরে স্তরে ।
সে দৃশ্য লেখনী মুখে বর্ণনায় ব্যক্ত নাহি হয়,
কালে তাহা স্মৃতি হতে কোনদিন মুছিবার নয় ।

১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের পর ,প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী স্টাভোরিনাস এই স্থান পরিদর্শন করে লিখেছিলেন যে -(৬) ,হুগলির মধ্যে নবাবের বাড়ি ও হস্তিশালা ভিন্ন আর বিশেষ কিছু দ্রষ্টব্য স্থান নাই । ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হুগলিকে শ্মশান করে দিয়েছে। পর্তুগিজ, মোগল, ইংরেজ, বর্গী প্রভৃতির অত্যাচার যা করতে সমর্থ্য হয়নি, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গোমস্তাদের আত্মঘাতী নীতির ফলে হুগলির সেই সর্বনাশ সাধিত হয়েছিল। এরপর ১৮৩৩ এবং ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে হুগলিতে দুর্ভিক্ষ হয়।

১২৩০ সালের আশ্বিন মাসে( ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস) হুগলি জেলায় ভয়ংকর বন্যা হয়। হুগলি-চুঁচুড়ায় প্রয়ঃপ্রণালী এবং রাস্তা জলমগ্ন হয়েছিল । জলপ্লাবণে শস্য অজন্মা হল। অন্নকষ্ট এবং মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছিল। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে শিলা বৃষ্টিতে হুগলি জেলার বিশেষ ক্ষতি হয়েছিল । ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের ৭ ই অক্টোবর হুগলি জেলায় ভয়ংকর ঝড় হয় ।১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ মে তারিখের ঝড় পূর্ব বৎসর অপেক্ষা আরো ভয়ংকর। অকস্মাৎ ঘূর্ণিবায়ু প্রায় ছয় ঘন্টা ধরে প্রবল বেগে বয়েছিল। সেই সঙ্গে অবিশ্রান্ত বারিবর্ষন হয় ।এই সময় বহু লোক আশ্রয়হীন হয়েছিল ।১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসের ঘূর্ণিঝড়ে জেলার বিশেষ ক্ষতি হয়েছিল। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ১২ ই জুন তারিখে যে ভূমিকম্প হয়, সেই ভূমিকম্পে হুগলি জেলার নানা স্থানে বহু ঘর বাড়ি পড়ে যাওয়ায় অনেক লোকের মৃত্যু হয়। (৭)

১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে ৫ ই অক্টোবর (২০ আশ্বিন ১২৭১)বঙ্গদেশে এক সর্ব বিধ্বংসী ঝড় হয়। এটি আশ্বিনের ঝড় বলে খ্যাত ।এইরূপ ঝড় পূর্বে কখনো হয়নি , প্রতি বর্গফুটে এই ঝড়ের চাপ আড়াই সের থেকে ষোল সের পর্যন্ত ছিল । এর বেগ হুগলি ,শ্রীরামপুর ,কালনা, কৃষ্ণনগর, রামপুর- রোয়ালিয়া ,পাবনা ,বগুড়া অঞ্চলে সর্বাধিক অনুভূত হয়েছিল। বাকল্যান্ড সাহেব এই ঝড়ে ৪৭ হাজার ৮ শত লোক ও ১ লক্ষ ৩৬ হাজার পশু এবং এত সম্পত্তি ও অর্থহানি হয়েছিল যে ,তা নির্ণয় করা অসম্ভব বলেছেন । (৮)

ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে হুগলির চন্দননগরে “Black Plague” এর মতো অনুরূপ মহামারী ঘটে। জর্জ টয়েনবী তার গ্রন্থে( A Sketch of the Administration of the Hooghly District from 1795-1845) ১৮০৬ এর মহামারী প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে , “except these … the Hooghly district appears to have been remarkable free from epidemic and to have had a high reputation for the salubritlyi of its climate” (৯)

হুগলি জেলার জনস্বাস্থ্যকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল ম্যালেরিয়ার জ্বর বা তথাকথিত বর্ধমান জ্বর। ওম্যালি সাহেব জানিয়েছেন যে ,উনিশ শতকের ষাটের দশকের হুগলি জেলা এক আশ্চর্য ম্যালেরিয়ার জ্বরের কবলে পড়েছিল ,যা বর্ধমান জ্বর নামে পরিচিত ।(১০) এটি প্রথম দেখা যায় ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে যশোরের মহম্মদপুরে। সেখান থেকে নদীয়া,২৪ পরগনা হয়ে হুগলির ব্যান্ডেল, পান্ডুয়া, দ্বারবাসিনী প্রভৃতি স্থানে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। এই জ্বরের উৎপত্তির একাধিক কারণ ছিল ,তবে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল এই যে ,রেলপথ নির্মাণ করতে গিয়ে সরকার স্বাভাবিক জল নির্গম ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল ।তার ফলেই ম্যালেরিয়ার উদ্ভব ও তার দ্রুত মহামারির আকার ধারণ করে। সেই সময় ব্রিটিশ সরকার যে কমিশন গঠন করেছিল তার একমাত্র ভারতীয় সদস্য ছিলেন রাজা দিগম্বর মিত্র । তিনি মনে করেছিলেন যে, রেললাইন বসানোর জন্য সরকার নদীর গতিপথে যত্রতত্র বাঁধ নির্মাণ করেছিল। এর ফলে নদী তার চলার সাবলীল গতিপথ হারিয়ে অনেক ক্ষেত্রে বদ্ধ জলাশয়ের সৃষ্টি করেছিল ।আর সেই বদ্ধ জলাশয়ে সহজেই ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহনকারী মশার প্রাদুর্ভাব ঘটে ।(১১) এইভাবে দিগম্বর মিত্র ম্যালেরিয়ার কারণ হিসাবে রেলপথ তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন। তার মতে, পান্ডুয়া থেকে কালনা পর্যন্ত দুটি সড়ক নির্মিত হওয়ায নদীপ্রবাহ বিপর্যস্ত হয় এবং তারপরেই সেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেয় ।(১২)

বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্তারা মনে করেছিলেন যে, রেলপথ ও সড়কপথ নির্মাণের ফলে বিপর্যস্ত নির্গম ব্যবস্থা এই মহামারীর জন্য দায়ী ছিল ।১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২ই মে হুগলি জেলার স্যানেটারি কমিশনার একটি রিপোর্ট লিখেছিলেন ,- “I now come to what I belief to be the most important of all the causes of so called malarious fever,viz, insufficient drainage ,the partial or complet obliteration of river…” (১৩) রেলওয়ে বাঁধতত্ত্ব বা নিকাশীতত্ত্বটি খুব সহজেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল কারণ ঔপনিবেশিক সরকারকে এর মাধ্যমে দোষারোপ করা গিয়েছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ মহামারির দায় নিতে চাননি । হুগলির সেনেটারি কমিশনার ক্রাফোর্ড ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে রেলওয়ে বাঁধ তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেন ।তারমতে, যশোর

মেদিনীপুরের রাস্তা সাথে ম্যালেরিয়া প্রসারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না । তার দ্বিতীয় যুক্তি ছিল বর্ধমান জ্বর পূর্ব থেকে (যশোর )পশ্চিমবঙ্গে (বর্ধমানে)এসেছিল কিন্তু রেলপথের প্রসার পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ঘটে ।সুতরাং তারমতে, রেলপথ নির্মাণের সাথে ম্যালেরিয়া প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না ।(১৪)

হুগলির R.F. Thomson, মন্তব্য করেছিলেন মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পেয়েছিল কবিরাজ, হাকিম প্রভৃতি দেশীয় চিকিৎসকদের ভুল চিকিৎসার ফলে। তিনি আরো বলেছেন - “It was endemic and not epidemic, the village which have most suffered most are situated inland and far from the line of rail.”(১৫) বর্ধমানের জ্বর ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে মহামারীর আকার ধারণ করেছিল এবং এরফলে হুগলি জেলার জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেয়েছিল । যার প্রভাব পড়েছিল হুগলি জেলার অর্থনীতি ও সমাজজীবনে । জ্বরের ভয়াবহতা সম্পর্কে সরকারও সচেতন ছিল, তা না হলে সরকার জেলার বিভিন্ন স্থানে ১২ টি ফিবার ডিসপেনসারি খুলতো না। ত্রিবেণী, পান্ডুয়া , হুগলি, দ্বারবাসিনী ,শ্রীরামপুর, সুলতানগাছি, বৈদ্যবাটি, চন্দনগর, বালি, সিঙ্গুর প্রভৃতি শহরে মহামারী রোধের জন্য আপৎকালীন ডিস্পেন্সারি খোলা হয়েছিল ।(১৬) ও ম্যালি জানিয়েছেন যে ,১৮৭১-৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দশবছরে হুগলি জেলার জনসংখ্যা প্রায় ১৩% হ্রাস পেয়েছিল। আর এর প্রধান কারণ হিসাবে তিনি বর্ধমানের জ্বরকেই দায়ী করেছেন।(১৭) সাধারণ জনজীবনে বর্ধমান জ্বরের প্রভাব ছিল নেতিবাচক । মৃত্যু হার বৃদ্ধির ফলে জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামগুল□ জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। পান্ডুয়া, ধনিয়াখালী, বাঁশবেড়িয়া মতো গ্রামের ১/৪ অনাবাদী থেকে গিয়েছিল ।(১৮) হুগলি গেজেটিয়ারে সাধারণ মানুষের অভিবাসনের বিষয়টি উল্লেখিত না থাকলেও এই সময় অবস্থা সম্পন্ন পরিবারগুলি যে শহরে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাচ্ছিল তা সমসাময়িক সাহিত্যে, বিশেষ করে শরৎ সাহিত্যে সহজলভ্য । ডঃ অরবিন্দ সামন্ত তার গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে,”The better and weal their classed had in many cases , removed to large towns either permanently or temporarily after subletting their land “.(১৯)

অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বরকে নিয়ে কোন উদ্বেগ বা সচেতনতা দেখা যায় নি। ফলে তারা চিরাচরিত দেশজ চিকিৎসা পদ্ধতিকেই আঁকড়ে ধরে থেকে ছিল । আর সেই সঙ্গে মহামারী থেকে নিস্তার পাবার জন্য তারা লৌকিক দেবদেবীর আশ্রয় নিয়েছিল । যেমন কলেরার জন্য তুষ্ট করতো ওলাইচণ্ডী ক□ আর মুসলমানেরা তুষ্ট করতো ওলাইবিবিকে ।(২০) বসন্ত রোগ থেকে মুক্তির জন্য তারা শীতলার আরাধনা করত | ম্যালেরিয়ার জন্য নির্দিষ্ট দেবদেবী না থাকলেও হুগলি জেলায় জ্বরাসুরের পূজা প্রচলিত ছিল। তা মূলত ম্যালেরিয়াকে কেন্দ্র করেই হত। এইভাবে নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষর□ লোকিক দেব দেবীর উপর আস্থা বজায় রেখেছিল।(২১)

বর্ধমানের জ্বরের প্রকোপ গ্রামের পর গ্রাম উজার হয়ে গিয়েছিল, যারা বেঁচে গিয়েছিল তাদের জীবনী শক্তিটিও শুষে নিয়ে শক্তিহীন করে এই অভিশপ্ত বর্ধমান জ্বর । এবং বাঙালিকে পরিণত করেছিল ‘ধ্বংস উন্মুখ জাতিতে’ । ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণী এই বর্ধমান জ্বর বা ম্যালেরিয়া সহ সকল প্রকার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার ক্ষেত্রেই নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করার জন্য এই প্রচার করেছিলেন যে, বাঙালিরা রুগ্ন জাতি। ফলে তাদের রোগব্যাধি, মহামারী সবই একান্তভাবে নিজস্ব জাতিগত বিষয়।(২২)

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, আশ্বিনের ঝড় ,বর্ধমান জ্বর হুগলি জেলার ইতিহাস ও সাহিত্যকে এক সূত্রে গেঁথে পরিবেশ ও প্রকৃতির মালা পূর্ণতা পেয়েছে। হুগলি জেলায় মানবজীবনের টানাপোড়েনের ইতিহাসের অধ্যায় গুলির পাতা উল্টালে সাহিত্য- পরিবেশ- প্রকৃতির এক অপরূপ মেলবন্ধন খুঁজে পাওয়া গেছে। বঙ্কিম সাহিত্য বা শরৎ সাহিত্যে একাধিক ছত্রে ছত্রে মানব জীবনের নানাদিক উদ্ভাসিত হয়েছে ।সেই সঙ্গে সমাজজীবনের একাধিক বর্ণময় চরিত্র ইতিহাসকে নতুন করে চিনিয়েছে। প্রকৃতির কালো মেঘ মানুষের জীবনকে যেমন শিক্ষা দিয়েছে তেমনি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে।

**তথ্যসূত্র:**

১· Essay on lord clive·
২. মিত্র, সুধীর কুমার ,হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ ,দ্বিতীয় খন্ড , দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ,প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৮ ,পৃষ্ঠা নং -৭২ ।
৩. ঐ, পৃষ্ঠা -৭২ ।
৪·Teignmouth Lord, Memoirs of the life and correspondence of John·
৫· মিত্র,সুধীর কুমার , পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং-৭৩ ।
৬· ঐ, পৃষ্ঠা নং-৭৩ ।
৭. ঐ , পৃষ্ঠা নং-৮৯-৯০ ।
৮· ঐ ,পৃষ্ঠা নং-১৯ ।
৯· Toynbee, George: A sketch of the administration of the Hooghly district from 1795-1845 (edited- Ganesh Nandy) Bengal ,1st Edison ,October ,1888, P·209·
১০·Malley,L·S·S·O : Bengal district Gazerrers, Hooghly Logos Press ,New Delhi ,reprinted 1985 ,P·127·
১১·Crawford ,D·G,Hugli Medical Gazetteers, West Bengal district Gazetteers ,Calcutta 1903 ,P·147- 148·
১২· Samanta, Arabinda: Malarial Fever in colonial Bengal ,1820 - 1839 ,Firma K·L·M ,Calcutta, 1st Published 2002 ,P·37·
১৩· Hunter ,W·W: A statistical Account of Bengal ,West Bengal district Gazetteers,Calcutta, 1st reprint ,October, 1997, P·197·
১৪·Crawford,D·G,op·cit·,P·133-170
১৫·Ibid,P·118
১৬·Ibid,P·147-148·
১৭·Malley,L·S·S·O,op·cit,P·127
১৮·Crawford,D·G·,op· cit·,P·12
১৯·Samanta, Arabinda,op·cit·,P·186
২০·Ibid·,P·154
২১· সেনগুপ্ত ,দেবাশীষ, উনিশ শতকে পশ্চিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে হুগলী জেলা, প্রতিধ্বনি দি এছো, ISSN : 2278-5264(online) 2321-9319(Print), Volume -VII,Issue-IV, April 2019,page no·76-83·
২২. ভট্টাচার্য, জয়ন্ত : আর্য়ুবেদ, অ্যানাটমি ও উপনিবেশকালের চিকিৎসা জ্ঞানতাত্ত্বিক সংগ্রামের দিকচিহ্ন, প্রবন্ধটি অবভাস- এ রয়েছে , সম্পাদনা- ভট্টাচার্য ,জয়ন্ত, মার্চ ২০০৯, পৃষ্ঠা -৮৮ ।

**Copyright & License:**
© Authors retain the copyright of this article. This work is published under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), permitting unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.